ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়,

পুরুষ', মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র।

২২ শা'বান ১৪৪৬ (২১শে ফেব্রুয়ারী ২০২৫) শুক্রবারের খুতবা

রমজান মাসের প্রস্তুতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَعَلَى كُلِّ مَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَّلَ، فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ﴾[1]

সকল প্রশংসা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহর, যিনি মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা, সাহায্য এবং আমাদের কাজে সাহায্য প্রার্থনা করি। এবং আমরা তাঁর উপর নির্ভর করি। প্রকৃতপক্ষে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর এবং তাঁর সাহাবীদের উপর দরুদ,

1 سورة آل عمران: ١٣٣

শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন! এবং এই দরুদ, শান্তি ও রহমতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! আমিন!

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি নিজেকে এবং তোমাদের সকলকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ এবং উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।"[2]

হে মুসলিম ভাইয়েরা! রমজান মাস আসন্ন, যা বরকত ও ফজিলতে পরিপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই এর প্রতিদান ও বরকত গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং খোলা মনে এটিকে স্বাগত জানাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদের রমজান মাসের তাৎপর্য ও বরকত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন:

(أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، لِلَّهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.) [3]

"তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ তা'আলা অত্র মাসের সওম ফরয করেছেন। এ মাস আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল।" রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সেই মাসের ফজিলত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা এর বরকত থেকে নিজেদের বঞ্চিত না করি।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! এই পবিত্র মাসটি যখন এগিয়ে আসছে, তখন আমাদের প্রথমেই আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে এটিকে স্বাগত জানানো উচিত, আমাদের

2 سورة آل عمران: ١٣٣

3 رواه النسائي (2106)

জীবনে আমরা যে পাপ করছি তা থেকে বিরত থাকা উচিত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴾[4]

“হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”

হে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বান্দা! আমাদের উচিত এই পবিত্র মাসের দিনগুলিকে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে উদযাপন করা, এর পূর্ণ বরকত ও প্রতিদানের আশা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)[5]

“যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রমাযানের সিয়াম ব্রত পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।” অতএব, আমাদের আত্মার সংস্কার এবং জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার মহৎ সংকল্প নিয়ে রমজান মাসকে সামনে আনা উচিত। আত্মাকে সৎকর্মে প্রশিক্ষিত করার এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে? এটি এমন একটি মাস যেখানে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার সমস্ত উপায় একত্রিত হয়। বছরের অন্যান্য মাসের মতো নয়, এটি এমন একটি সময় যেখানে ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি করা উচিত এবং দৃঢ় সংকল্পের সাথে এর মুখোমুখি হতে হবে।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! রমজান মাসের প্রস্তুতির জন্য আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি হল রোজার সাথে সম্পর্কিত ইসলামিক বিধানগুলি বুঝা। আমাদের অবশ্যই রোজার মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হবে এবং কীভাবে এমনভাবে রোজা রাখতে হবে যাতে আমরা এর পূর্ণ প্রতিদান এবং বরকত পেতে পারি। রোজা ভঙ্গকারী এবং মাকরুহ হিসেবে বিবেচিত কাজগুলি সনাক্ত করা এবং সেগুলি এড়িয়ে চলা অপরিহার্য। এটি আমাদের রোজার অসীম প্রতিদান পুরোপুরি উপভোগ করতে সাহায্য করবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি কুদসী হাদিসে: আল্লাহ, মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ, তিনি বলেছেন: "আদম সন্তানের প্রতিটি

---

4 سورة النور: ٣١

5 رواه البخاري (38) ومسلم (760)

সৎকর্ম তার জন্য, রোজা ছাড়া; এটি আমার জন্য। এবং আমি (রোজাদারকে) এর প্রতিদান দেব।"রোজা হলো এক ধরণের সুরক্ষা (অর্থাৎ, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা)। তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখবে, তখন দিনের বেলায় বৈবাহিক সম্পর্কে জড়াবে না! এবং অযথা কথাবার্তা বলবে না! আর যদি কেউ তোমার সাথে তর্ক করে বা আক্রমণ করে, তাহলে কেবল বলবে যে আমি রোজা অবস্থায় আছি।! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই সত্তার নামে শপথ করে বলেছেন যার হাতে তার প্রাণ, "রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়েও উত্তম। রোজাদারের দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে: যখন সে ইফতার করে, তখন সে ইফতার করার কাজে আনন্দিত হয়, এবং যখন সে তার প্রভু, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, সাথে দেখা করে, তখন সে রোজা রাখার জন্য আনন্দিত হয়।"[6] ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আদম সন্তানের প্রতিটি কাজের প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।[7]

হে প্রিয় ভাইয়েরা! যদি কেউ নির্ধারিতভাবে রোজা না রাখে, তাহলে কি তারা এই মহান সওয়াব পাবে? কত দুর্ভাগ্যজনক হবে যদি আমরা তাদের মধ্যে থাকি যারা রমজানের পবিত্র দিনগুলিতে কেবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণার্ত থাকে! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

(مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.) [8]

“যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্য একটি হাদিসে বলেছেন: “এমন একজন রোজাদার থাকতে পারে যার রোজার অংশ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এমন একজন ব্যক্তি থাকতে পারে যে নফল রাতের

---

6 رواه البخاري (1904) ومسلم (1151).

7 انظر رواية مسلم في المرجع السابق.

8 رواه البخاري (6057)

নামাজ (কিয়াম) পড়ে, তার কিয়ামের অংশ কেবল একটি নিদ্রাহীন রাত।”[9] যে ব্যক্তি রমজান মাস পেয়ে যায় এবং শুধুমাত্র নামে রোজা রেখে নিজেকে পবিত্র না করে, সে কি আসলে পুরো মাসটাই নষ্ট করে না?

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমাদের কেবল ঘরবাড়ি পরিষ্কার, আসবাবপত্র সংস্কার এবং খাবার কিনে রমজানের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত নয়। এই জিনিসগুলি নিজেই সমস্যাযুক্ত নয়। তবে, এটি দুঃখজনক যে, কল্যাণের বরকতময় দিনগুলির প্রস্তুতির নামে আমরা প্রায়শই লোকেদের অপচয় করতে দেখি। এই ধরণের আচরণ এড়িয়ে চলুন। যখন আপনার নিকটে রমজান মাস এগিয়ে আসে, তখন আপনার প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত এটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা যাতে আপনি এই মাসের পূর্ণ সওয়াব এবং বরকত অর্জন করতে পারেন। আপনার, আপনার স্ত্রী, সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনদেরও এমনভাবে আয়োজন করা উচিত যাতে সবাই এই মহান দিনগুলির পূর্ণ বরকত এবং পুরস্কার উপভোগ করতে পারে।

হে মুসলিম ভাই! রোজার মহান সওয়াব পেতে হলে, সেহরি (ভোরের খাবার) বিলম্বিত করা উচিত, ফরজ নামাজ এবং রাওয়াতিব সুন্নাত নামাজ পালন করা উচিত, কুরআন পড়ার সময় তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং ঘন ঘন দুআ করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদয় হওয়া, রোজা ভাঙার জন্য তাড়াহুড়ো করা এবং উদারভাবে দান করা। আমরা যদি রমজান মাসকে তারাবীর নামাজ এবং রাতের ইবাদতের জন্য উপযুক্ত করে সময় পরিকল্পনা করি, তাহলে আমরা এই মহান সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করব। হে আমাদের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক! আমাদের আন্তরিক তওবার সাথে রমজান মাসকে স্বাগত জানানোর তাওফীক দান করুন!

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

****

---

9 رواه أحمد (8856) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.

দ্বিতীয় খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوْا اللهَ عِبَادَ اللهِ وَاخْشَوْهُ! قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ﴾[10]

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর, যিনি মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীদের উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন!

তাহলে জেনে রাখো! হে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বান্দারা! তিনি বলেন: "আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।"

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমাদের অবশ্যই রমজান মাসকে এমনভাবে উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে আমরা রোজার মহান সওয়াব থেকে কোন হ্রাস না পেয়ে রোজা রাখতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا)[11]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছর দূরে রাখবেন।"

10 سورة البقرة: ١٩٧

11 رواه البخاري (2840) ومسلم (1153) واللفظ للبخاري.

যেহেতু রোজার সওয়াব এত বিশাল, তাই এই ইবাদতের পূর্ণ অর্থে সম্পাদন করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। রোজা রেখে গীবত, বিদ্বেষপূর্ণ পরচর্চা, মিথ্যা কথা বলা, তর্ক করা, অপমান করা, মিথ্যা কথা বলা বা এই ধরনের কথা শোনার ফলে এর সওয়াব হ্রাস পাবে।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! রমজান মাসকে ব্যবসায়িক মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীভূত করো না! বরং, সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহ করো এবং এই বরকতময় মাসের সওয়াব অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করো! কর্মপরিবেশ এমনভাবে তৈরি করো যাতে এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত না ঘটায়, যাতে তোমার তত্ত্বাবধানে থাকা কর্মীরা এই পবিত্র মাসের মহৎ সওয়াব পেতে পারে!

হে মুসলিম ভাইয়েরা! মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾[12]

“নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।”

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ. أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ أَجْمَعِيْنَ. وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. آمِيْنَ!

12 سورة الأحزاب: ٥٦

হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! সালাম ও বরকত বর্ষণ করো মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, যিনি আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী সকলের উপর!

হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে রোজা রাখার, নামাজ প্রতিষ্ঠা করার, কুরআন তিলাওয়াত করার এবং তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার তাওফিক দান করুন! আমাদেরকে আন্তরিকভাবে তওবা করার এবং রমজান মাস পূরণ করার তাওফিক দান করুন! হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! ইসলামী উম্মাহর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন! আমাদের সকল রোগ ও দুঃখ-কষ্ট দূর করুন । অসুস্থদের আরোগ্য দান করুন এবং আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ দান করুন!

হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করো এবং মৎস্য ও কৃষি শিল্পকে বরকত দান করুন এবং তাদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করুন! আমাদের দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করুন এবং সমৃদ্ধি ও সাফল্য দান করুন!

হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক! ইসলাম ও বিশ্বের বিষয়গুলিকে ন্যায়নিষ্ঠ পথে পরিচালিত করার জন্য আপনি যাদেরকে মনোনীত করেছেন তাদের হেদায়াত, বিজয় ও সাফল্য দান করুন! আমাদের মধ্যে যারা মৃত এবং যারা জীবিত তাদের পাপ ক্ষমা করুন, এবং আমাদের সকলের উপর রহম করুন! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন! সকল মুমিন ও মুসলিমকে ক্ষমা করুন এবং তাদের উপর রহম করুন! আমিন!

اَللّٰهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِيْ فِلَسْطِيْنَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ. اَللّٰهُمَّ كُنْ لَهُمْ عَوْنًا وَنَصِيْرًا. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾[13] ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ
وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ﴾[14]

শাইখ আব্দুল কাদির মুহাম্মদ

ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

13 سورة البقرة: ٢٠١

14 سورة العنكبوت: ٤٥